28/8/2000

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ...4... কলাম ...2...

দৈনিক সংবাদ

মাদ্রাসা পরীক্ষায় ভুয়া রেজিস্ট্রেশন

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, সদ্যসমাপ্ত দাখিল পরীক্ষায় তারা ৫ শতাধিক ভুয়া রেজিস্ট্রেশন শনাক্ত করেছেন। বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু বকর সিদ্দিক বলেন, দাখিল পরীক্ষার পর কাগজপত্র পরীক্ষা করে ৪১০টি জাল রেজিস্ট্রেশন পাওয়া গেছে। দাখিল পরীক্ষা চলাকালেও ৯০টি ভুয়া রেজিস্ট্রেশন শনাক্ত করা হয়েছিল বলে তিনি এক সহযোগী দৈনিকের রিপোর্টারকে জানিয়েছেন।

মাদ্রাসা পরীক্ষাগুলোতে ভুয়া রেজিস্ট্রেশনের জমজমাট ব্যবসা বহুদিন ধরেই চলছে। গত বছর জুন মাসে মাদ্রাসা বোর্ড ১৬ হাজারেরও বেশি জাল রেজিস্ট্রেশন শনাক্ত করেছিল। গত বছর জাল রেজিস্ট্রেশন ফরম, প্রবেশপত্র ছাপানোর মেশিন এবং জাল সিলসহ একব্যক্তি গ্রেফতার হওয়ার পর বোর্ড কর্তৃপক্ষ কাগজপত্র পরীক্ষা শুরু করেন।

প্রতি বছর শত শত পরীক্ষার্থী ভুয়া রেজিস্ট্রেশন নিয়ে মাদ্রাসা পরীক্ষায় অবতীর্ণ হচ্ছে। এখন পর্যন্ত এ ধরনের জালিয়াতির কোন কূলকিনারা দেখা যাচ্ছে না। অধ্যাপক সিদ্দিক বলেন, আসন্ন আলিম পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন পরীক্ষা করেও অনেক জাল রেজিস্ট্রেশন পাওয়া গেছে। প্রকৃত সংখ্যাটা পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে জানা যাবে।

বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, যারা ভুয়া রেজিস্ট্রেশন ব্যবহার করে পরীক্ষা দিয়েছে তাদের পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে না। সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী এবং জাল রেজিস্ট্রেশন দেয়ার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার কথা তিনি বলেছেন। অতীতে যারা জাল রেজিস্ট্রেশন ব্যবহার করে সার্টিফিকেট নিয়ে চলে গেছে কিংবা অন্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ হচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হবে, তা তিনি জানাননি।

মাদ্রাসা বোর্ড সূত্রে বলা হচ্ছে, এক সংঘবদ্ধ চক্র জাল রেজিস্ট্রেশন অপকর্মের জন্য দায়ী। এই চক্রে আছে মাদ্রাসা বোর্ডের একশ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী, সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী ও মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট। আপাতদৃষ্টিতে কারা কাজটি করছেন,তা কারও অজানা নয়; কিন্তু কাজটা চলে আসছে। মাদ্রাসা বোর্ড যে দুর্নীতির আখড়া সে ব্যাপারে নানা ধরনের খবর প্রকাশিত হচ্ছে। ভুয়া রেজিস্ট্রেশন উপলক্ষে টাকা-পয়সার লেনদেনও কম নয়।

অনেক মাদ্রাসা তাদের ছাত্র সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি ফরম পূরণ করে বোর্ডে পাঠায়। এর মাধ্যমে তারা দেখাতে চান যে, তাদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্রছাত্রী আছে। এটা তারা করেন তাদের মাদ্রাসার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য। মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে সকল পরীক্ষার অন্তত দু বছর আগে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শেষ করতে হয়। মাদ্রাসার অধ্যক্ষ তাদের ছাত্রছাত্রীর রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণ করে বোর্ডে পাঠিয়ে দেন; কিন্তু পরীক্ষার সময় এমনও অনেক রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যায় যেগুলো বোর্ড ইস্যু করেনি। তার ওপর একই রেজিস্ট্রেশন নম্বর একাধিক কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে পাওয়া যায়।

মাদ্রাসা শিক্ষায় দুর্নীতি থাকবে তা খানিকটা অপ্রত্যাশিত হলেও মাদ্রাসার বিভিন্ন পরীক্ষায় শুধু জাল রেজিস্ট্রেশন নয়, নকল, একজনের পরীক্ষা আরেক জন দেয়া, মাদ্রাসা শিক্ষকদের নকলে সহযোগিতা, এমনকি ভুয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত বিরল নয়। সদ্য সমাপ্ত দাখিল পরীক্ষাতেও ৫০ জন মাদ্রাসা শিক্ষককে 'বহিষ্কার' করা হয়েছে। ভোলায় বোরহান উদ্দিন পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করা হয়েছে। এতসব দুর্নীতি, জালিয়াতি, ধোঁকাবাজি দিয়ে 'ধর্মীয় শিক্ষার' নামে কি ধরনের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তা আমাদের শিক্ষা কর্মকর্তারা বিচার বিবেচনা করে দেখবেন কি?